গোলোক দৌড়িয়া, ঘাটেতে আসিয়া,
অবিলম্বে নাও ছাড়ি।
রায়চাঁদে ফেলে, আসিয়া উঠিলে,
কুবের বিশ্বাস বাড়ী।।
এদিকে ঠাকুর, ক্রোধিত প্রচুর,
রায়চাঁদে ডেকে কয়।
'কোথায় ঠাকুর, পেলি' এতদূর,
হারে দুষ্ট দুরাশয়।।
শুনিবারে পাই, আমি যথা যাই,
ও বলে আসে না তথা।
বুঝে দেখ মনে, আমারে কি মানে,
কেন কহে হেন কথা?'
কবে রে ঠাকুর, হলি এত দূর,
পোতায় ছিল না ঘর।
যার মেয়েলোকে, মাঠে গরু রাখে,
এত বৃদ্ধি কেন তার?
প্রর্ভু দেন গালি, যাহা যাহা বলি,
পাগলের বংশে নাই।
রঙ্গ বাড়ী থেকে, গালি দেয় রুখে,
সেই বংশে আছে তাই।।
চক্র নহে সোজা, চক্রী চক্র বোঝা,
কি চক্রে কা'রে ঘুরায়!
কুবের ভবনে, আসিয়া তখনে,
পাগল নিরস্ত হয়।।
কুবেরের বাসে, রায়চাঁদ এসে,
উপনীত যখনেতে।
কুবের নারীকে, বলেছেন ডেকে,
'রায়চাঁদে দেও খেতে।।'
রায়চাঁদ কয়, 'খাওয়ালে আমায়
সংগে করে এনেছিলে?
বহু পরিশ্রমে, আসি শিংগা গ্রামে,
খুব ভাল খাওয়ালে।।

শুনিয়া পাগল, বলে হ'রিবোল
'জয় হরি' বলে উঠে!
রুষিল দুরন্ত, যেমন জ্বলন্ত,
পাবকে উল্কা ছুটে।।
কুবেরের ঘরে, আনিতে ঠাকুরে,
যুধিষ্ঠির বাড়ী যথা।
ঠাকুর আসিতে, ভক্তিযুক্ত চিতে,
কুবের গিয়াছে তথা।।
পায়স পিষ্টক, ব্যঞ্জনাদি টক,
লাব্ড়া ডাউল শাক।
ঠাকুর আনিতে, ভক্তিযুক্ত চিতে,
এদিকে হয়েছে পাক।।
কুবেরের নায়, উঠে দয়াময়,
আসিতেছে তার বাসে।
পাগল শুনিয়া, ধাইয়া যাইয়া,
ঘাটে দাঁড়াইল রোষে।।
ঠাকুর কেমন, বুঝিব এখন,
কে কেমন, দয়াময়?
ঠাকুর আমায়, কে বলে কোথায়,
ঠাকুর বান'লে কেটা।
তুই না ঠাকুর, বানালি ঠাকুর,
আমি ঠাকুরের বেটা।।
মানিনে ঠাকুর, অই যে ঠাকুর,
শতেক ঠাকুর এলে।
ঠাকুরে দেখিব, আজ কি ছাড়িব,
ঠাকুর ডুবা'ব জলে।।
তুই যা'স্ যথা আমি নাহি তথা,
একথা ভাবিস্ কেনে।
যাই কিনা যাই, দেখাইব তাই,
জানিতে পারিবি মনে।।